47

তারিখ ... DEC 08 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

হরতালের খড়্গ তিন কোটি শিক্ষার্থীর ঘাড়ে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

রাজনৈতিক ক্যান্সার হরতালে মুখ থুবড়ে পড়েছে দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। '৯৮-এর ভয়াবহ বন্যা শিক্ষার গতি চার মাস রুদ্ধ রাখার পর '৯৯-এ শুরু হয়েছে কৃত্রিম দুর্যোগ হরতাল। নেতিবাচক এই রাজনৈতিক কর্মসূচী গোটা শিক্ষাঙ্গনে এক হ-য-ব-র-ল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'হরতাল খড়্গ' ঝুলছে দেশের প্রায় তিন কোটি শিক্ষার্থীর ওপর। কে, কত তাড়াতাড়ি ক্লাস, সিলেবাস ও পরীক্ষা শেষ করতে পারে এই অসম ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা চাপিয়ে দিয়েছে হরতাল। এই রাজনৈতিক দুর্বিপাক শিক্ষার্থীর কোমল হৃদয়ে যেন রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে। প্রতিটি হরতাল মানসিক নির্যাতন, হয়রানি ও দুর্ভোগ ডেকে আনছে।

পরীক্ষা মৌসুম ও ভর্তি মৌসুম বলে পরিচিত নবেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত একের পর এক থেমে থেমে হরতাল শিক্ষার স্বাভাবিক গতিকে পিছন থেকে টেনে ধরেছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, হরতালের অর্থনৈতিক বা অন্যান্য ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে ওঠা সম্ভব হলেও শিক্ষার ক্ষতি ভয়াবহ, অপূরণীয় এবং সুদূরপ্রসারী। শিক্ষার এই ক্ষতি অর্থের মূল্যে পরিমাপ সম্ভব নয়। আর কোন অবিবেচকের পক্ষে আঁচ করা সম্ভব নয় এই ক্ষতির পরিমাণ।

গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই এখন হরতালের কাছে জিম্মি। ভয়াবহ বন্যার কারণে '৯৮ সালে জোড়াতালি দিয়ে পার করা হয়েছিল শিক্ষাবর্ষ। এবার হরতালের কারণে তড়িঘড়ি করে শেষ করতে হয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা। হরতাল আতঙ্কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অবস্থা যেন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন, দিশেহারা। অভিভাবকদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়, তাদের হয়রানির কোন শেষ নেই। শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ ও হতাশা নিয়ে দেখছে দেশের রাজনৈতিক কালচার। একজন শিক্ষকের মন্তব্য, শিক্ষার্থীদের মানসিক নির্যাতনের অপর নাম হরতাল। এই নির্যাতন দু'একদিনে শেষ হয় না। তাই পড়ার টেবিলে বসে প্রায় প্রতিদিনই গোলকধাঁধায় পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। হরতাল খড়্গ ঝুলে থাকায় কোন পরীক্ষা সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়। এ কারণে ব্যাহত হয় মনোযোগ। প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটে। হরতাল আতঙ্কে শিক্ষার্থীর রিডিং রুম যেন পরিণত হচ্ছে মেন্টাল টরচারিং সেন্টারে। হাতছানি দিচ্ছে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেশনজট। দেশীয় শিক্ষার প্রতি বিত্তবানদের অনীহা বাড়ছে। মাথা চাড়া দিচ্ছে শিক্ষার্থীর বিদেশমুখী প্রবণতা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের হৃদয়ে যেন রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাদের যাবার কোন জায়গা নেই। শিক্ষালাভে বিদেশে পাড়ি জমাবার কোন পথ নেই। এ দেশেই তাদের থাকতে হবে। আবার মুখবুজে সহ্যও করতে হবে মানসিক নির্যাতন। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অতি সাধারণ সেই কথা-- সাধারণ মানুষের 'কেউ নেই' যেন শিক্ষার্থীদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

নবেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পরীক্ষা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরভরই চলে পরীক্ষা। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বার্ষিক ও ভর্তি পরীক্ষা চলে নবেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত। এ সময় স্কুলগুলোতে এমনিতেই লেগে যায় পরীক্ষাজট। ক্লাসরুম সমস্যা, শিক্ষক স্বল্পতা, সময়ের স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে স্বাভাবিকভাবে প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর সকল পরীক্ষা শেষ করতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নাভিশ্বাস। তার ওপর হরতাল ঘোষণায় শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্টি হচ্ছে বিশৃঙ্খল অবস্থা। হরতালের কবলে পড়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশজুড়ে চলমান দু'টি ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ ইতোমধ্যেই পিছানো হয়েছে। কেবল নবেম্বরে ছয় দিনের হরতাল ও দু'দিনের ছাত্র ধর্মঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১শ' ৮০টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এসব পরীক্ষা শেষ করতে অতিরিক্ত প্রায় ছয় মাস সময় লাগবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাজটের এই চিত্র দেখে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাজট অনুমানযোগ্য। হরতালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সময় মতো পরীক্ষা নেবার জন্য এ বছর ছুটির দিন শুক্রবারে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা হচ্ছে। তবু সর্বগ্রাসী হরতাল থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করা যাচ্ছে না।